Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 121-133
ISSN 2309-0898

ইকবাল কাব্যে প্রেমদর্শন

রিজওয়ানা ইসলাম সাম্মী*

Abstract

Dr. Mohammad Iqbal was a great Persian and Urdu poet, scholar, thinker and philosopher of the 19th and 20th centuries. Allamah Iqbal attempted to rouse the Muslims to a new sense of their destiny through his writings Dr. Mohammad Iqbal wrote many books in Persian, Urdu and English, like *Payame Mashriq*, *Javid Nameh*, *Asrare khudi, Ramuz-e bekhudi, Jabure Azam, Musafire, Banggedara, Balezibril, Zarbe kalim, Ilmul Iqtisad, The Development of Metaphysics in Persia, The Reconstruction of Religious Thought in Islam etc.* His *Payame Mashriq* written in response to Goethe's *West-Ostriches Divan* affirmed the universality of Islam. *Javid Nameh* is considered Iqbal's masterpiece. Its theme, reminiscent of *Dante's Divine Comedy*, shows the ascent of the poet. It is his poems which made him known throughout the world. His philosophical Position was articulated in the reconstruction of religious thought in Islam. Philosophy of love is a very important aspect of his poems. This paper discusses those aspects of his writings in some detail.

ইকবাল পরিচিতি

ভারত বর্ষের খ্যাতিমান কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোর্টে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ বাবা লোলহাজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে বসতি স্থাপন করেন। ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ এক জন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও আবেদ লোক ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ইমাম বিবি। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে ইকবাল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। শৈশবে পিতা তাঁকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বহু ভাষাবিদ ও পণ্ডিত সাইয়্যেদ মীর হাসানের নিকট বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রেরণ করেন। ইকবাল তার সংস্পর্শে থেকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ছাড়াও আরবি, ফারসি ও ইংরেজিতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি প্রথম জীবনে কবিতা লিখে সংশোধনের জন্য পাঠাতেন তদানীন্তন বিখ্যাত উর্দু কবি দাগের (১৮৩১-১৯০৫ খ্রি.) নিকট। ইকবাল স্কুল জীবনে ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করতেন। তিনি ১৮৮৮ সালে প্রাথমিক, ১৮৯১ সালে মাধ্যমিক ও ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ইকবাল যে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন প্রাইমারি স্কুলে থাকাকালীন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন তিনি স্কুলে দেরিতে আসার কারণে তাঁর শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে তোমার এতো দেরি হলো কেন? তিনি উত্তরে বলেন- Sir Iqbal (glory) often comes late.' অর্থাৎ'-স্যার, ইকবাল (সৌভাগ্য) বিলম্বেই আসে।' সেদিন ইকবালের এই বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষক স্বভাবতই বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।[২]

ড. মুহাম্মদ ইকবাল ১৮৯৫ সালে স্কচ মিশন কলেজ থেকে এফ.এ (Final Arts) পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী এবং তৎকালীন ভারতের অন্যতম শহর লাহোরে চলে আসেন। কেননা সে সময় শিয়ালকোটে উচ্চ শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না। তিনি লাহোর সরকারী

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, ই-মেইলঃ drshammiprof@gmail.com

কলেজ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। এ কলেজে তিনি আরবি, ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বি এ পরীক্ষায় আরবি ও ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি মাসিক বৃত্তি ছাড়াও দুটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ঝোঁক থাকার কারণে একই বছর তিনি দর্শন বিষয়ে এম এ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৮৯৯ সালে ইকবাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর তিনি লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনে আত্মনিয়োগ করেন।[৩] ১৮৯৯ সালে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে ১৯০১ সালে তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৯০৩ সালে লাহোর সরকারী কলেজে স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সালেই ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোরে গবেষণা, সম্পাদনা, অধ্যাপনা ও আররি গ্রন্থ প্রকাশনা-তত্ত্বাবধান কার্যে নিয়োজিত হন এবং আঞ্জুমানে মুসলমানে কাশ্মীরী লাহোর-এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

লাহোরে অধ্যাপনাকালে ইকবাল 'ইলমুল ইকতিছাদ' (ধনবিদ্যা) নামক একটি উর্দু গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যকর্মের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। ইকবাল ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত গমন করেন। তিনি ১৯০৭ সালে কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজ থেকে নীতিশাস্ত্র বিষয়ে বি এ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ইকবাল ১৯০৮ সালে জার্মানি গমন করেন এবং মিউনিখ ইউনিভার্সিটি থেকে 'The Development of Metaphysics in Persia.' শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ লিখে উপস্থাপন করেন। মিউনিখে থাকাকালীন ইকবাল জার্মান ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করেন। ১৯০৭ সালের ৪ নভেম্বর পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য তাঁর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।[৪] জার্মানি থেকে লন্ডনে ফিরে আসার পর ইকবাল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে School of Oriental Studies -এ যোগদান করেন। দীর্ঘ তিন বছর ইউরোপে অবস্থান করার পর তিনি ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৫] একই বছর ১৯০৮ সালেই তিনি দেশে ফিরে পুনরায় লাহোর কলেজে অধ্যাপনা কাজে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় অনেক গুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *পায়ামে মশরিক* ও *জাভিদ নামা* যা তিনি ফারসি ভাষায় রচনা করেছেন। ইকবালের রচনাবলি সর্ম্পকে প্রায় সকলেই অবগত আছে। এই মহা মনীষীর সারাটা জীবনই ছিল কর্মময়। যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। উপমহাদেশের এই মহামনীষী আল্লামা ইকবাল লাহোরে অবস্থানকালে ১৯৩৮ সালের ২১ শে এপ্রিল সকাল পাঁচটায় জাভেদ মঞ্জিলে ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় বাদশাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৬] ইকবাল ছিলেন চির অম্লান এক মহীরুহ। কবি হাফিজের ভাষায় বলা যায় যে:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق   ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما.[৭]

যাঁর হৃদয়ে প্রেমে শঞ্জীবিত সে ব্যক্তি কখনও মরে না
সে সংরক্ষিত থাকে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চিরন্তনভাবে।

ইকবালের প্রেমদর্শন

ইকবালের প্রেম দর্শন নিয়ে আলোচানার পূর্বে প্রেমের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। প্রেম বা এশক হলো- কারো সাথে অথবা কোনো জিনিসের প্রতি বন্ধুত্ব বা হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সর্ম্পক; কোনো জিনিস

কামনার উৎসারিত আকর্ষণ।[৮] ইবনুল আরাবীর মতে, প্রেম তিন প্রকার: স্বাভাবিক প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম ও ঐশী প্রেম। ঐশী প্রেম পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম। এই প্রেম হতেই অন্যান্য প্রকার প্রেমের উৎপত্তি হয়।[৯] ইবনুল আরাবীর মতে, আধ্যাত্মিক প্রেমই মরমি প্রেম বা অতীন্দ্রিয় প্রেম। মানবীয় প্রেম কখনো একজন সাধককে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে না। কেবল ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন ঘটায় এবং সমগ্র সত্তায় ঐক্য অনুভব করায়। বিখ্যাত সুফি কবি রুমি ও ইবনুল আরাবী এ মতকে সমর্থন করেন। ইসলামি অধ্যাত্মবাদে প্রেম বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ বিষয়। যে মহা সত্যের আলোকে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করা যায় এমন আলোক হচ্ছে প্রেম। আর এই প্রেম সত্যিই ধ্বনিত হয়েছে ইকবালের আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) সমগ্র রচনায়। ইকবাল মাওলানা রুমির থেকেই প্রেমের শিক্ষা অর্জন করেছেন। প্রেম শক্তির মাধ্যমেই খুদীকে শক্তিশালী করেছেন।

ইকবালের মতে প্রেম হচ্ছে, বিশ্বের সৃজন শক্তি। এ শক্তি মানুষের সংশয় দূর করে এবং তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ শক্তি মানুষের প্রাণে পূণ্য কাজের প্রেরণা যোগায়। এ প্রেম শক্তির বলে দুনিয়াতে সুন্দর বস্তু আর উচ্চ চিন্তাশক্তি সৃষ্টি করে। কবি প্রেম সম্পর্কে বলেন:

از محبت چون خودی محکم شود قوتش فرمانده عالم شود [১০]

প্রেম মহব্বতের কারণে খুদী অধিকতর শক্তিশালী হয়,
এর শক্তি পৃথিবী পরিচালনা শক্তিতে পরিণত হয়।

ইরানের বিখ্যাত সুফি কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি (জন্ম ১২০৭-মৃ. ১২৭৩ খ্রি.) ছিলেন ইকবালের আধ্যাত্মিক গুরু। ইকবাল রুমির কাছ থেকেই আধ্যাত্মি ও দার্শনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মাওলানা রুমির অধ্যাত্মবাদের মূল উৎস হচ্ছে ঐশী প্রেম। প্রেমকে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক নীতি বা শক্তি হিসাবে। কুরআন মজিদে বিধৃত প্রেমের ধারণাকে তিনি শুধু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবেই ব্যবহার করেন নি, একই সঙ্গে দেখেছেন সর্বস্তরের সকল সত্তার মধ্যে অবস্থিত একটি সৃষ্টিশীল, সংস্কারধর্মী ও ক্রমবিকাশমান প্রবণতা হিসাবে। মহাকবি ইকবালও মাওলানা রুমির ন্যায় একই মত প্রকাশ করেছেন। রুমির মতে, ঐশী প্রেম সকল ব্যাধির মহৌষধ। প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপাসক্তি হতে মুক্ত করে নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে।

মাওলানা রুমির মসনবি কাব্যের মধ্যে বর্ণিত প্রেম সকল যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উর্ধ্বে। তার নিকট প্রেম হচ্ছে- বর্ণনাতীত ও জীবনের গোপন রহস্য। প্রেমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা রুমি বলেছেন:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشن تر است [১১]

প্রেমের যতই ব্যাখ্যা বর্ণনা করি,
যখন নিজে প্রেমে পতিত হই তখন ঐ ব্যাখ্যা বর্ণনায় লজ্জিত হই।
মুখে যদিও ভাষার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়;
কিন্তু প্রেম ভাষা বিহনেই সুস্পষ্টতর হয়।

মাওলানা রুমির পথ ধরেই ইকবাল ঐশী প্রেমের পথ অনুসরণ করেছেন, শুধু তাই নয় ইকবাল রুমিকে তার আধ্যাত্মিক গুরু ও পীর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান, মাওলানা রুমি

থেকেই অর্জন করেছেন। ইকবাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *জাভিদনামা* ও *পায়ামে মাশরিক* কাব্যদ্বয়ে বহুবার মাওলানা রুমির নাম উল্লেখ করেছেন। ইকবাল *জাভিদ নামা* কাব্যে বলেছেন:

رومی آن عشق و محبت را دلیل   تشنه کامان را کلامش سلسبیل
گفت آن شعری که آتش اندروست   اصل او از گرمی الله هوست
آن نوا گلشن کند خاشاک را   آن نوا برهم زند افلاک را
آن نوا برحق گواهی می دهد   با فقیران پادشاهی می دهد
خون ازو اندر بدن سیار تر   قلب از روح الامین بیدار تر [১২]

প্রেম-ভালোবাসার পথনির্দেশকের প্রমাণ হলো রুমি
যাঁর মুখের সকল কথা আমাদের তৃষ্ণা মেটায়।
সালসাবিল বা উচ্ছ্বসিত ঝর্ণাধারা বললো, আগুন আছে যে কবিতায়
''তিনিই আল্লাহ" উষ্ণতার এই বোধ থেকে জন্ম হয় তার।
তারই (প্রেমের) বদৌলতে ঝোপ-ঝাড় হয়ে ওঠে ফুলবাগান;
তারই বদৌলতে স্থির রয়েছে আকাশসমূহ।
তারই কারণে সত্যের (খোদার) সাক্ষ্য- প্রমাণ মেলে
তারই কারণে ভিক্ষুকও রাজা-বাদশাহ হন।
শরীরের রক্ত আরও দ্রুত বয়ে চলে তারই কারণে;
সত্তার চেতনা আরো তীব্র হয় হৃদয়ের কোণে।

ইকবালের নিকট প্রেম হচ্ছে - এমন এক ঐশীসত্তা যার কারণে ইহজগত ও পরজগত অস্তিত্ববান রয়েছে। আর প্রেমের অস্তিত্ব হিসাবে আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: الله نور السموا ت و الارض আর্থাৎ 'আল্লাহ জমিন ও আকাশ মণ্ডলিতে নূর বা আলো স্বরূপ।' সুফি সাধকগণ মনে করেন, এই নূর বা আলোই হচ্ছে আল্লাহ প্রেম, যার কারণে এই বিশ্বজগত অস্তিত্ববান আছে। মাওলানা রুমির মতে, সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ-বাসনা বা প্রেম। হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ আছে, আল্লাহ বলেছেন- " আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার, নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলাম এবং নিজেকে প্রকাশের নিমিত্তে এ বিশ্ব সৃষ্টি করলাম।"[১৩] প্রেম আল্লাহর সত্তার নির্যাস, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। এ সম্পর্কে রুমি বলেছেন:

گر نبودی بهر عشق پاک را   کی وجودی داده ی افلاک را [১৪]

যদি পবিত্র প্রেমের তরে না হতো
তবে কে সৃষ্টি করেছে এই আকাশসমূহ ?

এখানে মাওলানা রুমি হাদিসে কুদসি " لو لاک لمّا خلقت الافلاک [১৫] (যদি তুমি না থাকতে তবে আকশসমূহ সৃষ্টি করতাম না) -এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে , হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর আল্লাহর প্রতি এশক বা প্রেমের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আকাশসমূহ তথা সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। রুমির মতে, যদি ঐশী প্রেম না থাকতো তবে মহাকাশ ও পৃথিবীও থাকতো না।

ইকবাল রুমির প্রেম দর্শনের সাথে সুর মিলিয়ে একই ভাবে প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন এবং উপরে উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

در دو عالم هر کجا آثار عشق ابن آدم سری از اسرار عشق
سر عشق از عالم ارحام نیست او ز سام و حام و روم و شام نیست [১৬]

দু’জাহানই খোদার প্রেমে আছে ভরা
মানুষ নিজেও এই প্রেমের রহস্য দিয়ে গড়া।
জড়জগতে এই প্রেমের নিভৃত কথা নয়;
সামে নয় হামে নয়, রোমে কিংবা সিরিয়ায় নয়।

এখানে ইকবাল বুঝাতে চেয়েছেন যে, পুরো বিশ্বজগতই খোদা প্রেমে পূর্ণ ; এমনকি মানবজাতিও এ প্রেম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর খোদার প্রেম কোনো এলাকার জন্য নির্দিষ্ট নয়। তাই ইকবাল তার কবিতায় বস্তুজগত ও জড়জগত উভয় জগতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং শ্যাম দেশ থেকে শুরু করে রোম, সিরিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সর্বত্রই খোদার প্রেম বিদ্যামান রয়েছে। পরের পংক্তিতে কবি ইকবাল আরও বলেছেন- খোদা প্রেমে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বলতে কিছুই নেই; সর্বত্রই খোদার প্রেম বিরাজমান আছে বলেই পৃথিবীর সবকিছু সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

মহাকবি ইকবালের উপর যে কবির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব পড়েছিল তিনি হলেন জালাল উদ্দীন রুমি। যদিও রুমি ও ইকবালের মধ্যে কয়েক শত বৎসরের ব্যবধান, তবুও চিন্তাধারার দিক থেকে উভয় কবির মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় কবিই প্রেমকে (এশক) বুদ্ধির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; যদিও বুদ্ধিকে একেবারে অবজ্ঞা করেন নি। উভয় কবিই অদৃষ্টবাদে নয়, কর্মবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে, তকদীর থাকলেও ইবাদতের মাধ্যমে তকদীরকে পরিবর্তন করা যায়। আর শ্রম-সাধনা ছাড়া আল্লাহর খলিফা হিসাবে জীবন ধারণ করা যায় না। উভয় কবিই জীবনবাদী কবি , কেউ সমাজ বিমুখ কবি নন। এছাড়া তারা ইনসানে কামেল বা মর্দে-এ-মুমিনের তত্ত্বেও বিশ্বাসী। ইকবাল রুমির ছয়শত বছর পরে জন্মলাভ করে রুমির মসনবী কাব্য পাঠ করে রুমির প্রেমদর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং রুমিকে তার পীর হিসাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন। ইকবাল তাঁর চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতাকে রুমির চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার সাথে সমান্তরাল বলে উল্লেখ করেছন। ইকবাল বলেছেন:

رومی و من اندر آن دریای قیر چون خیال اندر شبستان ضمیر
او سفرها دیده و من نو سفر در دو چشمم ناصبور آمد نظر [১৭]

রুমি আর আমি সে তো অন্ধকার সাগরে
কেননা চিন্তা- চেতনা ও মন-মানসিকতা একই বিশাল কুঠিরে;
তিনি ঘুরেছেন বহু দেশ, আর আমি নতুন ভ্রাম্যমান
দূরকে দেখার আশায় আমার দুচোখে অধীর আগ্রহ।

ইকবাল মনের দিক থেকে একটি সুন্দর, প্রেমপূর্ণ, ভালোবাসাময় পৃথিবীকে অন্বেষণ করতেন। কেননা যেখানে থাকবে না কোন অন্যায় অবিচার, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, তার মনে এমন চাহিদা জাগ্রত হতো বারে বারে। ইকবাল রুমিকে পীর হিসাবে এমন ভাবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তার মনের ইচ্ছার কথা রুমি যেন ছয়শত বছর পূর্বেই জানতেন । তাই ইকবাল রচনা করেছেন:

آن دلی دارم که از ذوق نظر هر زمان خواهد جهانی تازه تر
رومی از احوال جان من خبیر گفت: می خواهی دگر عالم بگیر
عشق شاطر ما بدستش مهره ایم پیش بنگر در سواد زهره ایم [১৮]

আমার হৃদয় আজ এমনিই যে শুধু দৃষ্টিসুখে
প্রতিটি মুহূর্ত হাতে পেতে চায় নতুন জগৎ।
আমার মনের এই দশাকে তো জানতেন রুমি
আরেক জগৎ চাও ? বললেন: নাও এই পথ,
ভালোবাসা ধূর্ত বড় , আমরা শুধু তার হাতে গুটি
সামনে ওই চেয়ে দেখো , দাড়িয়ে রয়েছি শুক্র দেশে।

দার্শনিক ইকবাল রুমির দেখানো পথে যে প্রেমের সন্ধান লাভ করেন, সেই প্রেমের মাধ্যমেই নতুন জগৎ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়। ইকবালের মতে, প্রেমশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এ সম্পর্কে ইকবাল তার জাভিদনামা কাব্যে রচনা করেন:

غربیان را زیر کی ساز حیات   شرقیان را عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گردد حق شناس   کار عشق از زیر کی محکم اساس
عشق چون بازیرکی همبر شود   نقشبند عالم دیگر شود
خیز و نقش عالم دیگر بنه   عشق را با زیرکی آمیزد
زندگی را سوز و ساز از نار تست   عالم نو آفریدن کار تست [১৯]

পাশ্চাত্যের কাছে জ্ঞানই জীবনের সর্বসার, আর
প্রাচ্যবাসী জানে এই বিশ্বজগত সত্তার মূল প্রেমে।
প্রেমের বলে বুদ্ধি পরম সত্যের পরিচয় পায়,
আর জ্ঞান-বুদ্ধি করে প্রেমকে শক্তিশালী।
যখন প্রেম ও জ্ঞান-বুদ্ধি এক সঙ্গে যুক্ত হয়
তখন এক নতুন জগতের সৃষ্টি হয়।
জাগো তবে, গড়ে তোলো নতুন বিশ্ব,
বুদ্ধি-জ্ঞান ও প্রেমকে যুক্ত করে।
তোমার জীবনের দহনে প্রেমের আগুন তৈরি কর, কেননা
মনে রেখো, নতুন পৃথিবী গড়া তোমাদেরই কাজ।

ইকবাল প্রেমের আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য মুসলিম জাতিকে উপদেশ প্রদান করেছেন। কেননা প্রেমের মাধ্যমেই নতুনভাবে এই বিশ্বকে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই মুসলিম যুবসমাজকে তিনি বিশেষভাবে খোদাপ্রেমে বা ঐশীপেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তার জাভিদনামা কাব্যে।

মাওলানা রুমির মতে, যদি খোদা প্রেম না থাকতো তবে মহাকাশ ও পৃথিবীও থাকতো না। অর্থাৎ বিশ্বজগত বলতে কিছুই থাকতো না। সুফি কবি রুমি প্রেমের শক্তি সম্পর্কে বলেছেন:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما   ای طبیب جمله علت های ما
ای دوای نخوت و ناموس ما   ای تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد   کوه در رقص آمد و چالاک شد [২০]

ধন্য হও হে প্রেম! ওহে আমাদের উত্তম ধ্যান ও ধারণা
তুমি আমাদের সকল রোগের চিকিৎসক।
ওহে আমাদের আত্মপূজা ও খ্যাতির গরিমার ওষুধ।
ওহে তুমি আমাদের প্লেটো ও জালিনূস (বিজ্ঞ চিকিৎসক)।
মাটির দেহ প্রেমের কারণে উর্ধ্বাকাশ পাড়ি দিল
পর্বত নেচে উঠল ও প্রাণ চঞ্চল হলো।

রুমির মতে, এশক বা প্রেম সকল আত্মিক রোগের মহৌষধ। সকল রোগের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারও এই প্রেম। শুধু তাই নয় প্রেমের গুণেই মানুষ তথা মহানবী (স.) এ জগৎ পাড়ি দিয়ে মহাকাশে (মিরাজে) আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে গমন করেছিলেন । রুমি উপরের কবিতায় মহানবীর (স.) মিরাজ গমনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর পর্বত নেচে ওঠা ও প্রাণ চঞ্চল হওয়া বলতে পবিত্র কুরআন মজিদে সূরাহ আ'রাফে বর্ণিত আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে মূসাসহ (আ.) তুর পর্বত কম্পমান হওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জীবন ও জগতের পরম সত্যকে জানার জন্য , মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম প্রেম। এই প্রেমদর্শন কিন্তু গ্রীক দর্শন বা ভারতীয় দর্শন থেকে সৃষ্টি হয়নি। স্বয়ং কোরআন মজিদে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে: والذین امنوا اشدّ حبّا لله [২১] অর্থাৎ 'যারা ঈমানদার আল্লা্হকেই তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'

মহাকবি ইকবালও রুমির ন্যায় প্রেমের মাহাত্ম্য ও শক্তি বর্ণনা করে বলেছেন:

عشق دم جبریل عشق دل مصطفی (ص)   عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام
عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک   عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام
عشق کی مضراب سے نغمۂ تار حیات   عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات[২২]

প্রেম জিবরিলের শ্বাস, প্রেম মুস্তাফার হৃদয়,
প্রেমই হলো আল্লাহর রাসূল, প্রেমই আল্লাহর বাণী
আমাদের নশ্বর দেহ প্রেমের পরশে হয় জ্যোতিষ্মান
প্রেম নতুন তৈরি মদিরা, প্রেম শাহী পাত্র,
প্রেমের কাঠির পরশে জীবন-বীণায় উঠে ঝংকার,
প্রেম জীবনের জ্যোতি, প্রেম জীবনের উত্তাপ।

জাভিদ নামা কব্যে **রুমি** নামক কবিতায় ইকবাল প্রেমের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, জীবনের নীতিই হচ্ছে প্রেম, আর প্রেমই হচ্ছে জীবনের শরিয়ত। ধর্ম হচ্ছে জীবনের শিক্ষার মূল এবং ধর্ম জেগে আছে প্রেমের কারণে। প্রেমের শিষ্টাচারিতা ছাড়া ধর্ম পরিপক্ক হয় না। প্রেমের গুরুর কাছেই ধর্মকে শিক্ষা অর্জন করা যায়। ইকবালের ভাষায়:

زندگی را شرع و آئین است عشق   اصل تهذیب است دین وین است عشق
ظاهر او سوز ناک و آتشین   باطن او نور رب العالمین
از تب و تاب درونش علم و فن   از جنون ذوفنونش علم و فن
دین نگردد پخته یی آداب عشق   دین بگیر از صحبت ارباب عشق[২৩]

প্রেমই জীবন নীতি, প্রেমই জীবনের আচরণ বা শরিয়ত
ধর্ম হলো শিক্ষামূল, ধর্ম জেগে আছে সেই প্রেমে।
বাইরে যে প্রেম শুধু দেখা যায় দহনে ও অগ্নিশিখায়
ভিতরে সে ভরা থাকে বিশ্বজগতের প্রভুর আলো দিয়ে।
বিজ্ঞান বা শিল্প জাগে সেই অন্তর্দাহে সে-বিভায়,
তারই উন্মাদনা থেকে জেগে ওঠে শিল্প বা বিজ্ঞান।
সে ধর্ম পরিপক্ক নয়, যেখানে প্রেমের দীক্ষা নেই
প্রেমের প্রভু যিনি, ধর্ম শেখো তাঁর কাছ থেকে।[২৪]

ইকবাল ঐশী প্রেমের গুরুত্ব তুলে ধরে অন্য এক কবিতায় বলেছেন, প্রেম ছাড়া যে জ্ঞান তা শুধু দার্শনিক জ্ঞান, সে জ্ঞান কোন কাজে লাগে না। কবি এখানে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, প্রেমহীন জ্ঞান যেন লক্ষ্যহীন তীর। আর্থাৎ যে তীর নিক্ষেপ করলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে না। তাই ইকবাল মনে করেন, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান খোদা প্রেমের অস্তিত্ব ছাড়া নিস্প্রাণ বা অকার্যকর। ইকবালের ভাষায়:

علم بی عشق است از طاغوتیان   علم با عشق است از لاهوتیان
بی محبت علم و حکمت مرده ئی   عقل تیری بر هدف ها خورده ئی [২৫]

প্রেমহীন জ্ঞান কেবল দার্শনিক জ্ঞান
প্রেমময় জ্ঞান হয় ঐশ্বরিক জ্ঞান।
প্রেমহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যেন নিস্প্রাণ দেহ
এমন জ্ঞান যেন লক্ষ্যহীন তীর।

ইকবাল ও রুমির মধ্যে প্রেম দর্শনে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের নিকট প্রেমালোকে মানুষের অন্তর যেমন আলোকিত বা উদ্ভাসিত হয়, তেমন কোনো জ্ঞান গরিমা দ্বারা সম্ভব নয়। ইকবাল বলেন, "প্রেম বলে জ্ঞান Reality বা মহাসত্যের সন্ধান পায় এবং জ্ঞানের শক্তিতে প্রেম হয় সুদৃঢ়।" ইকবাল অন্যত্র বলেছেন:

عقل ہے تیری سپہر عشق ہے شمشیر تیری   میری درویش! خلافت ہے جہانگیر تیری [২৬]

বুদ্ধি তোমার বর্ম, প্রেম তোমার তীক্ষ্ণ তলোয়ার
ওহে দরবেশ, সারা দুনিয়াটাই তাহলে তোমার করতলে।

উপর্যুক্ত চরণ দুটিতে ইকবাল প্রেম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু সকল সময় প্রেমের সংগে জ্ঞান যুক্ত থাকলে অনিষ্টের আশংকাও কম নয়; মাঝে মাঝে তাই প্রেমকে মুক্ত করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইকবাল বলেছেন:

اچھا ہے دل کی پاس راہ پاسبان عقل   لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھور دو [২৭]

হৃদয়ের কাছাকাছি প্রহরীর মতো জ্ঞান থাকা ভালো,
কিন্তু মাঝে মাঝে হৃদয়কে একাকি ছাড়াও প্রয়োজন।

একাকি ছাড়ার প্রয়োজন এ জন্য যে , প্রেমের গতি অবারিত, কিন্তু জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। প্রেমকে জ্ঞানের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখলে তাকে করা হয় হত্যা। প্রেম আমাদের জীবনকে করে পরিপূর্ণ; করে অমর। প্রেমের শক্তিতে মানুষ সকল বাঁধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে মহাপরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারে। প্রেমই মানুষের মানসিক ব্যাধি, গ্লানি ও দৈন্যতা দূরিভূত করে অনাবিল স্বর্গীয় শান্তিতে প্রাণ ভরে দিতে পারে। খোদা প্রেম বা আল্লাহর প্রেম, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মার উন্নতি ও পরিবর্তন সাধন করে। ইকবাল ও রুমি এই প্রেম বা মহব্বতের প্রতি আসক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সুফি কবি রুমি এর সুফলও বর্ণনা করেছেন। রুমির ভাষায়:

از محبت تلخ ها شیرین شود   از محبت مسّ ها زرّین شود
از محبت دردها صافی شود   از محبت دردها شافی شود [২৮]

প্রেম -ভালোবাসায় তিক্তও মধু হয়ে যায়
প্রেম-মহব্বতে পিতল স্বর্ণ হয়ে যায়।
প্রেম-ভালোবাসায় কুৎসিত বস্তু পরিষ্কার দেখায়
প্রেম মহব্বতে বেদনা সুখ মনে হয়।

ইকবালের আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা রুমির কাছ থেকে প্রেমের যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা কবির বিভিন্ন কবিতা থেকে বুঝা যায়। কেননা ইকবাল বার বার তার কবিতায় রুমির নাম উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো রোমের পীর বলে সম্বোধন করেছেন। ইকবাল রুমি থেকেই যে প্রেম-মহব্বতে প্রভাবিত হয়েছেন তার প্রমাণ তাঁর কবিতায় প্রতিয়মান হয়। কেননা রুমির কবিতার ন্যায় ইকবালও রচনা করেছেন:

از محبت چون خودی محکم شود   قوتش فرمانده عالم شود[২৯]

প্রেম-ভালোবাসার দ্বারা আত্ম (খুদী) যখন শক্তিশালী হয়,
তখন সে হয়ে ওঠে বিশ্বের বিধানকর্তা।

ইকবাল অন্য এক কবিতায় বলেন, জীবনকে আলোকিত এবং আত্মকে শক্তিশালী যে যিনিস করে তাই হচ্ছে প্রেম বা মহব্বত। ইকবালের ভাষায়:

نقطه ی نوری که نام او خودی است   زیر خاک ما شرار زندگی است
از محبت می شود پاینده تر   زنده تر سوزنده تر تابنده تر
از محبت اشتعال جوهرش   ارتقای ممکنات مضمرش
فطرت او آتش اندوزد ز عشق   عالم افروزی بیاموزد ز عشق
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست   اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
شمع خودرا همچو رومی بر فروز   روم را در آتش تبریز سوز
هست معشوقی نهان اندر دلت   چشم اگر داری بیا بنمایمت
عاشقی ؟ محکم شو از تقلید یار   تا کمند تو شود یزدان شکار [৩০]

একটি অতি সূক্ষ্ম আলোক বিন্দুর নাম খুদী বা আত্মা,
সেই হলো জীবনালোক আমাদের ধূলারাশির মাটির ভিতরে।
প্রেম-ভালোবাসা দ্বারা সে হয় অধিকতর স্থায়ী,
অধিকতর জীবন্ত, অধিকতর জ্বলন্ত, অধিকতর প্রোজ্জ্বল।
প্রেমের স্বভাব হচ্ছে দগ্ধিভূত করা,
এর ফলে যতটা সম্ভব অহমকে উন্নত করতে সক্ষম হয়।
উহার স্বভাবের অগ্নি হচ্ছে প্রেম
এ প্রেমই বিশ্বকে প্রজ্জ্বলন শিক্ষা দেয়।
প্রেম যদিও তলোয়ার বা খঞ্জরের ন্যায় ধারালো নয়,
আবার প্রেমের মূলে পানি, বাতাস ও মাটিও নয়।
নিজের বাতিকে যেমনটি রুমি আলোকিত করেছেন
রুমিকে শামস তাবরিযির আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে।
যদি তোমার অন্তরে মাশুক বা প্রেমাস্পদ লুকানো থাকে
আর যদি তোমার চোখ থাকে, তবে আসো, দেখাই তাঁকে।
তুমি কি প্রেমিক? তবে শক্তিশালী হও, তোমার মাশুকের অনুরাগে,
যাতে করে তোমার ধনুকে শিকার হন আল্লাহ।
অর্থাৎ তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারো।

প্রেম কেন্দ্রিভূত করে শক্তি এবং বর্ধিত করে তার তীব্রতা । আবার প্রেম কোনো কোনো ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটিয়ে দেয় আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে তার আত্মার সমন্বয়। এ কারণেই নবী-রসূলগণ সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে উঠে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করে থাকেন। আবার কখনো কখনো সুফি-সাধকগণও অলৌকিক রহস্যের সন্ধান লাভ করেন। ইকবালের ভাষায়:

می نداند عشق سال و ماه را   دیر و زود و نزد و دور راه را
عقل در کوهی شکافی میکند   یا بگرد او طوافی می کند
کوه پیش عشق چون کاهی بود   دل سریع السیر چون ماهی بود
عشق شبخونی زدن بر لامکان   گور را نادیده رفتن از جهان
زور عشق از باد و خاک و آب نیست   قوتش از سختی اعصاب نیست
عشق با نان جوین خیبر گشاد   عشق در اندام مه چاکی نهاد
چون خودی را از خدا طالب شود   جمله عالم مرکب او را کب شود [৩১]

প্রেম জানে না মাস ও বৎসর
ধীর অথবা দ্রুত, পথের নৈকট্য অথবা দূরত্ব।
বুদ্ধি ছিদ্র করে দেয় পর্বত গাত্রে,
অথবা ঘুরে আসে তার চার দিকে।
প্রেমের সম্মুখে পর্বত হয় তৃর্ণগুচ্ছের মতো,
অন্তর দ্রুত আন্দোলিত হয় চন্দ্রের ন্যায়।
প্রেম হলো রাতে পাখি ডাকার ন্যায়, যদিও তার নাই কোন ঘর,
আর যদি বিশ্ব থেকে চলে যায় তবে কবরের চিহ্নও দেখা যাবে না।
প্রেমের শক্তির কারণ পানি, বাতাস ও মাটি নয়,
তার শক্তি, স্নায়ুর কঠোরতাও নয়।
প্রেম খুলে দেয় খয়বর যুদ্ধের মহা দ্বার,
প্রেম চাঁদকেও পূর্ণতা দান করে।
যখন খুদীকে খোদার কাছে অন্বেষণ করা হয়,
তখন সে হয় আরোহী, আর বিশ্ব হয় তার বাহন।[৩২]

কারবালার শাহাদাতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল উল্লেখ করেছেন, কি করে হযরত হোসাইন (রা.) উচ্চতর প্রেমের দ্বারা খোদায়ী প্রেমের অনুপ্রেরণায় অতিমানবীয় বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন এবং সমসাময়িক অন্যায় ও অসত্যের দুর্দমনীয় শক্তিকে জয়করতে সমর্থ হয়েছেন। খোদা প্রেমের শক্তির নির্দশন ইকবাল এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

مؤمن از عشق است وعشق از مؤمن است   عشق را نا ممکن ما ممکن است
عقل را سرمایه از بیم و شک است   عشق را عزم و یقین لا ینفک است
آن کند تعمیر تا ویران کند   این کند ویران که آبادان کند
عقل گوید شاد شو آباد شو   عشق گوید بنده شو آزاد شو [৩৩]

প্রেম থেকেই মোমেন আর মোমেন থেকেই প্রেম অর্থাৎ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।
আমাদের কাছে যা কিছু অসম্ভব, প্রেমের কাছে তা সম্ভব।
বুদ্ধির মূলধন হচ্ছে আশংকা আর সন্দেহ,

অপর দিকে বিশ্বাস আর দৃঢ়তা অপরিহার্য প্রেমের কাছে।
বুদ্ধি গড়ে তোলে ভাঙ্গার জন্য,
আর প্রেম ধ্বংস করে গড়ার উন্মাদনায়।
বুদ্ধি বলে: বেঁচে থাকো সুখে সন্তোষে,
প্রেম বলে: শিক্ষা করো, বশ্যতা, আর অর্জন করো স্বাধীনতা।

মহাকবি ইকবালের প্রেমদর্শন নিয়ে আলোচনা শেষ হবার নয়, তাঁর *আসরারে খুদী , রমুযে বিখুদী*, *পয়ামে মাশরিক*, *জাভিদ নামা* কাব্যের অসংখ্য ছন্দে প্রেমের বর্ণনা, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, কার্যকারিতা, সুফল, প্রেমের শক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এখানে সামান্য কিছু কবিতা বা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইকবালের এই প্রেম নিয়ে আলোচনা বা বিবরণ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আর মানুষকে মুক্তির জন্য সঠিক ও আর্দশবান পথের দিকে আহ্বান জানানো। ইকবাল বলেন:

بنده عشق از خدا گیرد طریق   می شود بر کافر و مؤمن شفیق
کفر و دین را گیردر پهنای دل   دل اگر بگریزد از دل، وای دل
گرچه دل وندانی آب و گل است   این همه افاق ، افاق دل است [৩৪]

ইশ্‌কের অধিকারী বান্দাহ খোদার কাছ থেকেই নেয় পথ
কাফের ও মু'মিন উভয়ের জন্যই হয় দয়াশীল।
কুফর ও ধর্ম উভয়কেই ধারণ করে হৃদয়ের প্রশস্ততায়,
হৃদয় থেকে যদি হৃদয় পালিয়ে যায়, আফসোস্ সে হৃদয়ের জন্য!
যদিও হৃদয় এই পানি ও মাটির কারাগারে বন্দী
এতো যে দিগন্ত, সে তো হৃদয় দিগন্ত!

ইকবাল বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তির জন্যই এতো লেখালেখি করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে ইকবালকে সবাই বুঝতে পারেননি। তাই ইকবাল মানুষের দৈন্যদশার জন্য আফসোস্ করেছেন। আজ এমন একসময় ইকবালের প্রেমদর্শন নিয়ে আলোচনা করছি যখন সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের মহামারিতে প্রায় তেষট্টি লক্ষ লোকের জীবনাবশান হয়েছে এবং প্রায় বায়ান্ন কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছে (১৫.০৫.২০২২)। বর্তমান বিশ্বের এই মহামারি মানুষের অপকর্মের ফসল। তাই এই মহা ব্যধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে খোদার কাছে নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য তওবা করা এবং খোদার নিকট আত্ম সর্মপন করা। ইকবাল প্রায় একশত বছর পূর্বে বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সতর্ক করে সত্যের পথে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইকবালের চিন্তা-দর্শনের একটি দিক ছিল প্রেমদর্শন। এই প্রেম হলো খোদার সান্নিধ্য লাভেরই প্রেম। এই প্রেমদর্শনের মাধ্যমে ইকবাল মানুষকে কেবল খোদার সান্নিধ্য লাভের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। ইকবাল বলেন:

جز عشق حکایتی ندارم   پروای ملامتی ندارم
از جلوه ی علم بی نیازم   سوزم گریم تپم گدازم [৩৫]

প্রেম বিনে আমার আর কোন বক্তব্য নেই
ভর্ৎসনাকারীদের কোনো পরওয়াই করি না আমি,
জ্ঞানের প্রতিভাসের প্রতি আমি অমুখাপেক্ষী
আমি বিগলিত হচ্ছি, উষ্ণতা পাচ্ছি, কাঁদছি আর দগ্ধীভূত হচ্ছি।

কবির মতে, প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে দেখা যায় এবং পৃথিবীর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। আর যদি বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। ইকবাল রচনা করেন:

بچشم عشق نگر تا سراغ او گیری جهان بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است [৩৬]

প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো, যদি চাও পৃথিবীর রহস্য আবিষ্কার করতে;
আর বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে তাকালে, ভ্রান্তি আর মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমেই প্রেমকে জয় করা যায়। আর প্রদীপের অলো নিয়ে বের হলে সূর্যের আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। ইকবালের ভাষায়:

به خرد راه عشق می پوئی ؟ به چراغ آفتاب می جوئی ؟ [৩৭]

অতিক্রম করবে তুমি প্রেমের পথ, বুদ্ধির প্রদীপ নিয়ে ?
বাহির হবে তুমি সূর্যের সন্ধানে, কম্পিত প্রদীপের আলোয় ?

পরিশেষে বলা যায়, ইকবালের প্রেমদর্শন বর্ণনাতীত। ইসলামী জীবন-বিধানে ঐশী প্রেমের বিকল্প নেই। ইকবাল কাব্যে বর্ণিত খোদায়ী প্রেম বা ঐশী প্রেম খুদীকে শক্তিশালী করতে পারে এবং খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। জীবন-জগতের পরম সত্যকে জানার জন্য এবং মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো খোদায়ী প্রেম। এ প্রেম বিহীন বিশ্ব অচল, অক্ষম ও প্রেম হচ্ছে বিশ্বের সৃজন শক্তি। এ শক্তি মানুষের সংশয় দূর করে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর মানুষের অন্তরে পূণ্য কাজের প্রেরণা যোগায়। ইকবালের এ প্রেমদর্শন আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[১] ড. গোলাম রেজা সেতুদেহ, *দর শেনাখতে ইকবাল* (তেহরান: মাজমুয়ায়ে মাকালাত, দানেশগাহে তেহরান, ১৩৬৪ হি.শা.) পৃ- ১৫; *আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা* (ঢাকা: জুন-আগস্ট, ১৯৯১), পৃষ্ঠা-১১।

[২] Rafique Zakaria, *Iqbal: The Poet and The Politician*, (Penguin Books India (P) Ltd, 1993), p. 171.

[3] *Ibid*, p. 172; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম প্রকাশ, ১৯৮০), পৃ. ২৪৫।

[৪] মুহাম্মদ মুসা, ইকবালের জীবন ও কর্ম (ঢাকা: *ইকবাল সংসদ পত্রিকা*, অক্টেবর- ডিসেম্বর, ১৯৯৬), পৃ. ৮৪; হায়াতে ইকবাল, ইকবাল একাডেমি পাকিস্তানের সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৫। *The New Encyclopaedia Britannica*, Mcropaedia Vol. 9, Published in Chicago, 1973, p. 820.

[৫] ড. আবুসাঈদ নূরুদ্দীন, *মহাকবি ইকবাল* (ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬), পৃ. ৬৮ ও ৮৪।

[৬] *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭; *The New Encyclopaedia Britannica*, Mcropaedia Vol. 9, Published in Chicago, 1973, p. 820.

[৭] মাওলানা নাদাভী আব্দুস সালাম, *ইকবালে কামেল* (লাহোর: আসগর প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ৩৮।

[৮] গোলাম হোসেন সাদরী আফসার, *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরূয* (তেহরান: মোয়াসসেসেয়ে নুশরে কালামাহু, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৭৯০।

[৯] Dr. A E Affifi, *The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi* (Pakistan: Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, p. 171.

[১০] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (আসরারে খুদী অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

[১১] ড. মোহাম্মদ এসতে'লামী (সম্পাদিত), *মাসনাভীয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন মোহাম্মদ বালখী*, ১ম খণ্ড (তেহরান: এনতেশারাতে যাওয়ার, ১৩৭২ হি. শা.), বেইত নং ১১২-১১৩।

[১২] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (জাভিদ নামা অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪।
[১৩] মো: সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রূমী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৯৬।
[১৪] *মাসনাভীয়ে রূমী*, ৫ম খণ্ড, বেইত নং ২৭৪০, পৃ. ৮৪৯।
[১৫] ড. মোহাম্মদ এসতে'লামী (সম্পাদিত), *মাসনাভীয়ে রূমী*, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩ ও ৩৪৬।
[১৬] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী (জাভিদ নামা অংশ)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।
[১৭] *তদেব*, পৃ. ৩২০।
[১৮] তদেব, পৃ. ৩২০।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ৩০৬।
[২০] ড. মোহাম্মদ এসতে'লামী (সম্পাদিত), *মাসনাভীয়ে রূমী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, বেইত নং ২৩-২৫, পৃ. ১০।
[২১] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১৬৫।
[২২] ইকবাল, *বালে জিবরিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।
[২৩] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (জাভিদ নামা অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩।
[২৪] শঙ্খ ঘোষ, *ইকবাল থেকে* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, ২য় সংস্করণ, ২০১৫), পৃ. ১৩৯।
[২৫] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (জাভিদ নামা অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩।
[২৬] মীর রেজাউর রহমান, *আল্লামা ইকবাল প্রতিভা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ২০১০), পৃ. ২২।
[২৭] তদেব, পৃ. ২৩।
[২৮] আর এ নিকলসন (সম্পাদিত), *মাসনাভিয়ে মা'নাভি* (তেহরান: ইনতেশারাতে বেহযাদ, ১৩৭৫ হি. শা.), ১ম খণ্ড, বয়েত নং ১৫৩০-১৫৩১।
[২৯] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (আসরারে খুদী অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।
[৩০] তদেব, পৃ. ১৪, ১৫, ও ১৭।
[৩১] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (জাবিদ নামা অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৩।
[৩২] সৈয়দ আব্দুর মান্নান অনূদিত, খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন, *ইকবালের শিক্ষাদর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪।
[৩৩] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী (রমুযে বিখুদী অংশ)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
[৩৪] তদেব, (জাভিদনামা অংশ), পৃ. ৩৭৫-৩৭৬।
[৩৫] *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (পয়ামে মাশরিক অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।
[৩৬] তদেব, (পয়ামে মাশরিক অংশ) ,পৃ: ২৪৬।
[৩৭] তদেব, পৃ. ২৬৪।